Cosmo School

শ্রেণি - ১০ম

বিষয়ঃ সাইন্স অব লিভিং

সময়ঃ ১ ঘণ্টা **তারিখঃ ১৮-০৮-২০২০**

হাতের লেখাই কথা বলবে

পরীক্ষার খাতায় আপনার হাতের লেখাটাই আপনার পরীক্ষকের সাথে কথা বলবে। মন্দ হাতের লেখায় ভালো উত্তর এবং ভালো হাতের লেখায় খারাপ উত্তর এ দুটোর মধ্যে নম্বর বেশি পাবে কিন্তু পরেরটাই। তাই বলে আপনাকে যে মুক্তোর মতো হাতের লেখা-ই লিখতে হবে তা কিন্তু নয়। হাতের লেখা ভালো করার কয়েকটি বুদ্ধি জেনে নিন। লাইনটাকে সোজা রাখার চেষ্টা করুন। আঁকাবাকা লাইন দেখতে বিশৃঙ্খল লাগে। দ্বিতীয়ত, অক্ষরগুলোর দিকে নজর দিন। তবে সব অক্ষর নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয় ২/৩টি অক্ষর নিয়ে যেগুলোকে আমরা কখনো ঠিকভাবে লিখি না। তৃতীয়ত শব্দগুলোর মাঝে পর্যাপ্ত গ্যাপ দিন। দেখতে গোছানো লাগবে। চতুর্থত এবং সর্বশেষ হচ্ছে প্রাকটিস। সুন্দর কোনো হাতের লেখা দেখে অনুশীলন করুন। সচেতন হোন যে, আপনি সুন্দরভাবে লিখবেন। আপনি পারবেন।

প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই সময়ে এসে আমরা কম্পিউটার আর ট্যাবলেট জাতীয় স্মার্ট ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলোর কাছে কৃতজ্ঞ। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা হল- এখন ‘সুন্দর হাতের লেখা’ নিয়ে কিছুটা হলেও কম চিন্তা করতে হয় আমাদের। কিন্তু ‘সুন্দর হাতের লেখা’ বা ‘হাতের সুন্দর লেখা’ যাই বলি না কেন এখনও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছোটবেলায় আদর্শ লিপিতে আমরা পড়েছিলাম- ‘হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়া যা’। শুধু তা-ই নয়, সুন্দর হাতের লেখা আপনার ব্যক্তিত্বকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করে।

মন্দ হাতের লেখাকে সবচেয়ে সুন্দর হাতের লেখায় পরিণত করা কেবল সময়ের ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আর সাধনা। হাতের লেখা সুন্দর করা দরকার, এই ভাবনা থেকেই লেখা সুন্দর করার চেষ্টা শুরু। একপর্যায়ে হাতের লেখা কিছুটা সুন্দর হলো। এই যেমন পরীক্ষার সময় হলের পরীক্ষক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে হাতের লেখাটাই দেখতেন দীর্ঘ সময়। আমারও ভাবতে ভালো লাগত বিষয়টি।

যাই হোক, এবার আসল কথায় আসি। হাতের লেখা সুন্দর করার বিষয়টি এখানে মুখ্য। সুন্দর হাতের লেখার জন্য পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই একশ' খাতার ভেতরে যেটার হাতের লেখা সুন্দর, শিক্ষক সেটির দিকে একটু অন্যভাবে নজর দেবেন! তা ছাড়া বন্ধুদের মাঝে সুন্দর হাতের লেখার জন্য সুনামও কুড়ানো যায়।

সঠিক উপাদান নির্ধারণ করা : লেখা শুরু করার আগে সেই জিনিসগুলো নির্বাচন করুন যেগুলো ব্যবহার করে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন। অনেকেই মনে করে থাকেন সুন্দর হাতের লেখার জন্য 'দামী পেন' অত্যাবশকীয়। আসলে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এমন একটি কলম বা পেন্সিল বেছে নিন যা আপনার আঙুলের সঙ্গে সহজে মানিয়ে যাবে এবং লেখার সময় কাগজের ওপর যাকে জোরে চাপ দিতে হবে না। আর কাগজ হিসেবে 'নোটবুক' জাতীয় লাইন টানা কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

হাত এবং কবজি নমনীয় করা : 'লেখা শুরুর আগে আমি আমার হাত হালকা করে নিই এবং কবজি দুটোকে হালকা মুচড়ে নিই যাতে এগুলো লেখার জন্য নমনীয় হয়'- হুপার বলেন। 'বিশেষ করে যদি আপনি একটানা বেশ কয়েকদিন ধরে না লিখেন তাহলে অন্যান্য মাংসপেশীর মতো কবজি বা হাতেও একধরনের জড়তা অনুভব করবেন।'

অঙ্গবিন্যাস ঠিক করা : সোজা হয়ে বসুন এবং আপনার অনভ্যস্ত হাতটিকে (যেমন ডানহাতিদের ক্ষেত্রে বাঁ হাত) কাগজ বা খাতাটিকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করুন। হুপার বলেন, 'লেখার সময় আমি আমার অনভ্যস্ত হাতটিকে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ব্যবহার করি। এটা আমাকে স্থির থাকতে এবং ডান হাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে সাহায্য করে।' তবে এজন্য অবশ্যই চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করা উত্তম।

পয়েন্ট করে লিখুন : পয়েন্ট ব্যবহার করে লিখুন। এতে করে আপনার লেখাটা যেমন গঠনমূলক হয়, তেমনই আপনার যুক্তিগুলো সুনির্দিষ্টভাবে ফুটে উঠে।

উদাহরণ দিন : আপনার লেখার মূল্য ততই ভারী হবে আপনি যতই তাতে উদাহরণ দিতে পারবেন। আপনি যে বিষয়টি 'বুঝে' লিখেছেন তা আপনার দেওয়া উদাহরণেই ফুটে উঠে।

কলম ধরা : কলম বা পেন্সিল নিব এর কাছাকাছি ধরে লিখুন, তবে শক্তভাবে ধরে নয়। যদি নিবের কাছাকাছি ধরে লিখতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করেন, তাহলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ কলম বা পেন্সিল ধরার আসলে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। এটা সম্পূর্ণই আপনার হাতের গড়নের ওপর নির্ভর করে।

জায়গা রাখুন : জায়গা রাখুন- পাশের আসনে বন্ধুর জন্য নয়, 'শব্দ থেকে শব্দ' এবং 'লাইন থেকে লাইনের' মাঝে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। হাতের লেখা যতই খারাপ হোক, শিক্ষক যেন আপনার লেখা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন।

তুলনামূলক ধীরগতি অবলম্বন করা : বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে যত দ্রুত পারা যায় লেখা শেষ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হুপার বলেন, 'লেখা কোনো দৌড় প্রতিযোগিতা নয়। কত দ্রুত তা শেষ করবেন এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে, প্রতিটি অক্ষর কিভাবে সুন্দর করবেন সেটাকে গুরুত্ব দিন। একটু ধীরে লিখুন এবং অক্ষরকে তার শ্রেষ্ঠ চেহারায় রূপ দিন।' অক্ষরকে সুন্দরভাবে রূপ দিতে প্রথমে বড় বড় করে লেখার অভ্যাস করুন। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক লেখার স্টাইল ছোট আকারে হ্রাস করুন।

অনুশীলন, অনুশীলন এবং অনুশীলন : হাতের লেখা ভালো করার জন্য অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। উপরোক্ত নিয়মগুলো মেনে আপনি যত বেশি অনুশীলন করবেন ততই দক্ষতা বাড়বে।

এসাইনমেন্ট

ক) প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই সময়ে এসে আমরা কম্পিউটার আর ট্যাবলেট জাতীয় স্মার্ট ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলোর কাছে কৃতজ্ঞ। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা হল- এখন 'সুন্দর হাতের লেখা' নিয়ে কিছুটা হলেও কম চিন্তা করতে হয় আমাদের। কিন্তু 'সুন্দর হাতের লেখা' বা 'হাতের সুন্দর লেখা' যাই বলি না কেন এখনও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্নঃ ছোটবেলায় পড়েছিলাম- 'হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়া যা'। শুধু তা-ই নয়, সুন্দর হাতের লেখা আপনার ব্যক্তিত্বকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করে। সুন্দর হাতের লেখা পরীক্ষায় নাম্বার বৃদ্ধিতে কীভাবে সহযোগিতা করে থাকে ব্যাখ্যা কর।

খ) আপনার লেখার মূল্য ততই ভারী হবে আপনি যতই তাতে উদাহরণ দিতে পারবেন। আপনি যে বিষয়টি 'বুঝে' লিখেছেন তা আপনার দেওয়া উদাহরণেই ফুটে উঠে। যেকোনো বিষয় লিখতে গেলে পয়েন্ট সহকারে লিখলে সেই উত্তরের মান বেড়ে যায়। এবং ইংরেজিতে যেটাকে বলে 'প্যারা' করে লেখা। কিছু কিছু বিষয়, যেমন, বাংলা ১ম ও ২য় পত্রতে পয়েন্ট করে লেখা যায় না। সেই ক্ষেত্রে আপনি এক একটি অনুচ্ছেদ আকারে আপনার মতামতগুলো উপস্থাপন করতে পারেন।

প্রশ্নঃ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে আমাদের মেধা যাচাই হয়ে থাকে আমার প্রশ্ন উত্তর প্রদানের মাধ্যমে। উত্তরপত্রে পরীক্ষক কে আমাদের লেখনির মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে হয়। প্রশ্নের উত্তরে অণুচ্ছেদ , উদাহরণ ও পয়েন্ট সহকারে লেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ) মন্দ হাতের লেখাকে সবচেয়ে সুন্দর হাতের লেখায় পরিণত করা কেবল সময়ের ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আর সাধনা। হাতের লেখা সুন্দর করা দরকার, এই ভাবনা থেকেই লেখা সুন্দর করার চেষ্টা শুরু করা প্রয়োজন। হাতের লেখা ভালো করার অত্যাবশ্যকীয় হল লাইনটাকে সোজা রাখার চেষ্টা করুন। আঁকাবাকা লাইন দেখতে বিশৃঙ্খল লাগে। দ্বিতীয়ত, অক্ষরগুলোর দিকে নজর দিন। তবে সব অক্ষর নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হয় ২/৩টি অক্ষর নিয়ে যেগুলোকে আমরা কখনো ঠিকভাবে মনোযোগ দেই না। তৃতীয়ত শব্দগুলোর মাঝে পর্যাপ্ত গ্যাপ দিন। দেখতে গোছানো লাগবে। চতুর্থত এবং সর্বশেষ হচ্ছে প্র্যাকটিস। সুন্দর কোনো হাতের লেখা দেখে অনুশীলন করুন। সচেতন হোন যে, আপনি সুন্দরভাবে লিখবেন। আপনি পারবেন।

প্রশ্নঃ হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য কোনো বয়সের প্রয়োজন নেই। অনেকেই বলেন, আমি তো কলেজে পড়ি কিংবা ভার্সিটিতে পড়ি, এখন আর হাতের লেখা সুন্দর করা সম্ভব নয়। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তি। হাতের লেখা সুন্দর করতে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি আপনাকে একধাপ এগিয়ে রাখবে। হাতের লেখা সুন্দর করতে হলে উল্লিখিত করণীয় বিষয়গুলো পয়েন্ট আকারে লিখ।

****আগামী (২৪-০৮-২০২০) এর মধ্যে উত্তরপত্র সাবজেক্ট টিচার এর ইমেইল এড্রেস এ সাবমিট করতে হবে, ইমেইল এর সাবজেক্টে নিজের নাম এবং ক্লাশ অবশ্যই লিখতে হবে****

Subject Teacher : Junayed Hossain Chowdhury

Email: junayedtishad@gmail.com